REG. NO. C 853

জঙ্গিপুর

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৩২৫ ইংরাজী 15th May 1918. | ১ম সংখ্যা

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /৹ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে [illegible] দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট [illegible] বিল করিয়া মূল্য আদায় [illegible] পাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য!

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, যার এখন আপনার বিদ্যায় মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে টাক পড়িবার সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্ব্বদা হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত্রি অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পূজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে সুখী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	...	।/৹ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২৷৹ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	...	৷৶৹ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

ভ্রমে পড়িয়া মানুষ কিনা করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ কুফল এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	...	১৷৹ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	...	৩৸৹ তিন টাকা বার আনা;
ডাক-মাশুল ও প্যাকিং	...	১৸৹ এক টাকা বার আনা;
এক ডজন (১২ শিশি)	...	১৫৲ পনর টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" বড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই কথা কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৩ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের "জেল" হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হওয়া, মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনা, এমন কি প্রস্রাবের বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি—এফ, আর, সি, এস, —পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুষং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, কারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷৹; ছোট শিশি ১৸৹; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

জঙ্গিপুর সংবাদের মূল্য বৃদ্ধি।

আমরা গত চারি বৎসর কাল জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জে বার্ষিক ১৲ এক টাকা ও অন্য স্থানের জন্য বার্ষিক ১৷৷০ দেড় টাকা লইয়া "জঙ্গিপুর সংবাদ" দিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য সংবাদ পত্রের মূল্য বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। কিন্তু কাগজ ও ছাপাখানার যাবতীয় দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে এইবার পরাভূত করিল। সাবেক মূল্যে "জঙ্গিপুর সংবাদ" দিতে আমরা আর পারিলাম না। বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে "জঙ্গিপুর সংবাদের" বার্ষিক মূল্য জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জে ১৷৷০ দেড় টাকা ও ডাকে ২৲ দুই টাকা নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩২৫ সাল।

জঙ্গিপুর সংবাদের পঞ্চম বর্ষ।

দেবতার কৃপায়, গুরুজনের আশীর্ব্বাদে গ্রাহক ও পাঠকবর্গের অনুগ্রহে "জঙ্গিপুর সংবাদ" আজি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের এই বর্ষ প্রবেশে আমরা সর্ব্বপ্রথমে ভগবানের নিকট বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে আমাদের মহামান্য ভারত সম্রাটের বিজয় গৌরব প্রার্থনা করি। মা সর্ব্বমঙ্গলা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মঙ্গল বিধান করুন।

অর্থ, সৈন্য ও কুলি সংগ্রহ সভা।

গত রবিবার বৈকালে জঙ্গিপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় "ম্যাকেঞ্জি হলে" একটী সভা করিয়াছিলেন। সভায় স্থানীয় প্রজা সাধারণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। বৃষ্টির দরুণ অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সব ডিবিজানাল অফিসার, প্রথম মুন্সেফ বাবু ও শ্রীযুত ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উকিল মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তাগণ সরল ভাষায় বর্ত্তমান আপৎকালে রাজার প্রতি প্রজাসাধারণের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। কুলি সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার মেলা।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বৈশাখ সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস হইতে স্থানীয় সেবাইত জমিদারগণের তুলসীবিহার মেলা আরম্ভ হইয়াছে। এবার মেলাটী তেমন জমে নাই। এতদঞ্চলের বহু বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ। আজকাল যেমন সকল শ্রেণীর লোকের একটী একটী কনফারেন্স হয়, তুলসী বিহার বাটীতে প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন ইহা একটী বিগ্রহের কনফারেন্স। এই মেলায় নিরন্নকে অন্ন দানই কেবল সাত্ত্বিক ব্যাপার। আর সমস্তই রাজসিক বা তামসিক। যেমন অন্ন দানটী আছে তেমনি রাজসিক ও তামসিক ব্যয়টী কতক সঙ্কোচ করিয়া বিবস্ত্রকে বস্ত্রদানের ব্যবস্থা হইলে যেন সোণায় সোহাগা হয়। আর একটী কথা বলিব? ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে পূর্ব্বে যাত্রীগণ যেমন আশ্রয় পাইত সেই টুকু বন্ধ না করিলে ভাল হইত।

জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী।

"সরস্বতী লাইব্রেরীর" কথা উঠিলেই আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু মুক্তিনাথ সিংহকে মনে পড়ে। মুক্তিনাথ এবং শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ ঘোষের অদম্য উৎসাহেই এই লাইব্রেরী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে যেন ইহার পরিচালনা কতকটা থমথমা পড়িয়াছে। গত রবিবার উক্ত লাইব্রেরীর মেম্বরগণের এক সভা হয়। সভায় স্থানীয় বহু ভদ্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিলেন বাবু কালীচরণ সিংহ জমিদার মহাশয় প্রেসিডেন্ট ও বাবু গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেক্রেটারী হইলেন। শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ ঘোষ লাইব্রেরিয়ান থাকিলেন। অনেক চাঁদা অনাদায় রহিয়াছে, তাহা আদায় করিবার জন্য কতিপয় যুবক মনোনীত হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই লাইব্রেরীর উন্নতি কামনা করি।

বলিহারী শশিভূষণ মাইতি!

জঙ্গিপুর স্কুলের ব্যাপারে "বঙ্গবাসীতে" "জঙ্গিপুর সংবাদের' সংবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়াছিল তাহা পাঠকগণের স্মরণ আছে। আমরা তাহাকে রসময় বাবুর চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। গত সপ্তাহের বঙ্গবাসীতে রসময় বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কুমুদকামিনী দেবী জমিদার মহাশয়া ইহাকে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্বয়ং জমিদার মহাশয়া যখন লিখিয়াছেন—"শশি ভূষণ তাঁহার চাকর নহে। তিনি তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী এবং তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে।" তখন আমাদের কি হবে গো! হায়! হায়!! আমরা যে তাকে বাজার করা, চিঠি আনা ইত্যাদি চাকরের কাজ ভিন্ন আমলার কোন কাজ করিতে দেখি নাই!! আমরা চর্ম্ম চক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহাই বলিয়াছি। হে জঙ্গিপুর বাসী নরনারীগণ! তোমরা তাহাকে কি বলিয়া জান? ভগবান আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর যেন বাহ্যিক ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে আভ্যন্তরিক প্রাধান্য লক্ষ্য করিতে পারি। ওঃ! 'ভূষণ' সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী!

.....পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

পিশাচীর দণ্ড।

সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

গত মহানবমীর দিনে কলিকাতায় সুভাষিনী নাম্নী এক কুলবধূ গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া সঙ্গীহারা হইয়া পড়ে। সুরবালা ও গায়ত্রী নাম্নী দুইটি ব্রাহ্মণ কুলকলঙ্কিণী বেশ্যা তাহাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিবার প্রলোভন দিয়া নিজেদের নরককুণ্ডে লইয়া যায়। তাহার পর তাহাকে আবদ্ধ রাখিয়া জোর করিয়া বেশ্যা বৃত্তি করিতে বাধ্য করে। তাহাকে কিছুদিন কাশীতেও লইয়া আটকাইয়া রাখে। পুলিশ এই সন্ধান পাইয়া সুভাষিণীকে উদ্ধার ও পিশাচীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে। সম্প্রতি হাই কোর্টের দায়রায় রাক্ষসীদের বিচার হইয়াছে। বিচারক জুরীগণের সহিত এক মত হইয়া পাপীয়সীদ্বয়কে এক অপরাধে সশ্রম পাঁচ বৎসর ও অন্য অপরাধে সশ্রম সাত বৎসরের কারাবাস আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই দুই দণ্ড এক সঙ্গেই চলিবে বলিয়া মাত্র সাত বৎসর জেল খাটিলেই হইবে। হুকুমের দিন হাইকোর্ট লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। জজ বাহাদুর হুকুম দিলে সকলে আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। প্রেতিনীদের কি ইহাই প্রায়শ্চিত্ত হইল? না, রাজার বিচার শেষ হইয়াছে, এখনও রাজার রাজা—বাদশার বাদশা, আরও গুরু দণ্ড দিবার জন্য বোধ হয় অপেক্ষা করিতেছেন।

বিপ্লববাদীর হস্তে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর খুন।

কয়েক দিন হইল ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর হরিদাস মৈত্র সংবাদ পান যে বগুড়ার এক বৃদ্ধা বাসাওয়ালীর গৃহে কয়েকজন রাজনৈতিক

আসামী অবস্থান করিতে... তাই তিনি কয়েকজন কনষ্টেবলকে সা... পোষাকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধার বাড়ী সন্ধান করিতে যান। বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে চারি জন লোক তাস খেলিতেছে। তিনি যাইবা-মাত্রে একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল 'আসুন আসুতে আজ্ঞা হউক' এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। অব্যর্থ সন্ধান! গুলি ইন্‌স্পেক্‌টর সাহেবের বক্ষস্থল ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মৃত্যু। অনেক দিন হইতে এইরূপ হত্যাকাণ্ড শুনা যায় নাই। আবার একি!

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পুলিশ কর্ম্মচারী হত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ।

স্কুল ঘটিত মামলা।

আজ স্কুলের ১নং মামলার দিন ছিল। কিছুই হইল না, মুলতুবী থাকিল। গ্রীষ্মের অবকাশের গণা দিন ত ফুরাইতে চলিল। স্কুল খুলিবার পূর্ব্বে সব শেষ হইবে কি? তা যদি না হয় তবে স্কুলের গতি কি হইবে? স্থানীয় কতিপয় উকিল বাবুরা স্কুলের একটী গতি করিবার জন্য সাধারণের এক সভা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সে সঙ্কল্প বুঝি 'দ্বিদল না হইতেই অঙ্কুরেই শুকাল।'

সামাজিক সমস্যার সমাধান।

আমাদের বাঙ্গালা দেশের সমাজে একটা বিষম সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়। নিদান নির্ণয় কঠিন নহে—বাজারে অবিবাহিতা কন্যার সংখ্যা অধিক, সুপাত্রের সংখ্যা অল্প। কাজেই বরের দর চড়িবে আশ্চর্য্য কি? আর একদিকে কিন্তু দেখা যাইতেছে বেশী বয়সে বিবাহ হওয়ায় উপন্যাস পাঠক বরের ঠিক পূর্ব্ব রাগ না হউক, পাত্রী মনোনয়নের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ঘটক এবং আত্মীয় স্বজনেরা কন্যা মনোনয়ন করিতেন। এখন বরের বন্ধুরাই বরের চক্ষু লইয়া কন্যা দেখেন, কোথাও বা বর স্বয়ং বরের বন্ধু নামে কন্যা দেখিয়া আসেন। অভাব পক্ষে বর মহাশয় কন্যার ফটো না দেখিলে কিছুতেই চলে না। তাই আমি বলি কি, দেশে স্বয়ংবর প্রথাটা চালাইলে হয় না? হাসিও না দাদা, আমি যাহা বলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ দেখি।

বিবাহ প্রথাটা পশু পক্ষী সকলের মধ্যেই আছে, কেবল এই গৃহপালিত পশুগুলি ছাড়া, হনুমানেরা বহু বিবাহ করে, পক্ষীরা এক বিবাহেই সন্তুষ্ট। সিংহ ব্যাঘ্রের বিবাহ হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্থলে পুরুষ সুন্দর, পুরুষ স্বীয় সুস্বরে বা রূপে স্ত্রীকে ভুলাইয়া বিবাহ করে কিন্তু মানুষের অসভ্য বা বর্ব্বর অবস্থায় এই রীতি অনুসৃত হইলেও এখন সভ্যতা বা কু এমত... আমরা উল্টা পথে চলিয়াছি তাই এখন পুরুষ স্বয় শারীরিক সৌন্দর্য্য বা দাড়ি গোঁফ স্ত্রীলোকে মন ভুলাবেন এমন ... পিতাই টাকা দিয়া বরের মন ভুলায়। রূপটা বাহিরের সৌন্দর্য্যে বলিয়া এখন ... কন্যার রূপটা নামমাত্র দেখে। হাঁ একটা বলিতে ভুলিয়াছি—যেমন সিংহের কেশর, পক্ষীর সুস্বর ও রূপ স্ত্রীকে ভুলাইবার জন্য প্রকৃতি দিয়াছেন। পুরুষের দাড়ি গোঁফও তেমনি তাহার সৌন্দর্য্যের অংশ। কিন্তু দেশে কি আর দাড়ি গোঁফ আছে? চতুষ্পাঠির অধ্যাপকেরা বিদ্যার জোরে বিবাহ করিতেন তাই তাঁহারা দাড়ি গোঁফ রাখিতেন না। এখন আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিতের দলও বিশ্ববিদ্যালয়ের সনন্দের জোরে বিবাহ করিতেছেন সুতরাং এখন লর্ড কুর্জ্জনের দেখাদেখি সকলেই দাড়ি গোঁফ ফেলিতেছেন এখন জীব বিদ্যায় লেখে জীবের যে অঙ্গে প্রয়োজন থাকে না তাহা ক্রমে খসিয়া যায়। যেমন বানরের লেজ তাহার জ্ঞাতি মানুষে খসিয়া পড়িয়াছে। আমার ভয় হয় পাছে দাড়ি গোঁফের ব্যবহার উঠিয়া গেলে কিছুদিন পরে আমাদের পুংবংশীয়েরা নির্গোঁফ হইয়া না জন্মায়। তখন আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এক রকম মুখ হইবে, পার্থক্য রাখা কঠিন হইবে। এখনই ত নামে গোল উঠিতেছে। কামিনী মিত্র বলিলে পুরুষ কি স্ত্রীলোক চেনা দায়।

যা'ক আসল কথাটা পাড়ি। স্বয়ংবর কথাটা তুলিলাম কেন জান? বরের বাপ চায় টাকা, আর বর উপন্যাস পাঠ করিয়াছে সে চায় উপন্যাসের নায়িকা অর্থাৎ রূপ আর প্রেম। ইহার মধ্যে একজনকে গাঁথিতে পারিলে কার্য্যোদ্ধার। টাকা ত আর দেশের লোকের নাই। কাজেই ইয়ুরোপের মত আমাদের দেশে অবিবাহিত অথচ বিবাহ যোগ্য বরকন্যার অবাধ মেলামেশা হইলেই বর আপনিই কন্যার নিকট ধরা পড়িবে। কন্যার তেমন রূপ না থাকিলেও এসেন্স, পাউডার, খোঁপা, বডিস, জ্যাকেট আর তরল আলতা ও মলের গুণে রূপ আপনি ফুটিয়া উঠিবে। তাহাতেও যদি রূপ না ফুটে তবে তাহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ ইয়ুরোপে জাতিভেদ নাই আমাদের দেশে সেটা বেশ প্রবল মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। উপন্যাসে বাছিয়া বাছিয়া এমনই ঘটনা ঘটাইয়া দেয় যে ঠিক ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত ব্রাহ্মণ কন্যার বা কায়স্থের সহিত কায়স্থ কন্যার দেখা হয় পূর্ব্বরাগ হয়—যাহাদের মধ্যে সামাজিক ভেদ নিবন্ধন বিবাহ হইতে পারে না উপন্যাস জগতে তাহাদের বিসদৃশ অস্তিত্বই নাই। বিষবৃক্ষে কোন কায়স্থ বিধবা ছাড়া কোন বিবাহ যোগ্য ব্রাহ্মণ কন্যা সধবা বা বিধবা আছে কি? যেখানে দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় উপন্যাসে সেরূপ থাকে সেখানে উপন্যাসটা নিতান্তই বিয়োগান্ত হইয়া উঠে। যা'ক আমাদের এই বাস্তব জগৎটা নিতান্ত উপন্যাস জগৎও নহে আর এটাকে আমরা একান্ত বিয়োগান্ত করিতে চাহি না তজ্জন্য আমাদের এরূপ ব্যাবস্থা করিতে হইবে যাহাতে এক জাতের বর কন্যার একস্থানে মেলামেশা ঘটে। দুই প্রকারে ইহা সম্ভব—এক গ্রামে যদি কেবল রাঢ়ীয় শ্রেণী (অবশ্য যাহাদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি চলে) ব্রাহ্মণ কিংবা উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ বাস করে তবে মেলামেশাটা আপনিই চলিবে। কিন্তু অন্য জাত না হইলে গ্রাম চলে না। সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার উপায়টাই খুলিয়া বলি—তোমাদের বাঙ্গালা দেশে এখন প্রায় সব জাতিরই সভা সমিতি আছে। ব্রাহ্মণ সভা, কায়স্থ সভা তিলি সভা, মাহিষ্য সভা, বৈশ্যবারুজীবি সভা, কর্ম্মকার সভা, সুবর্ণবণিক সভা ইত্যাদি। এই সকল সভায় যাহারা ভলান্টিয়ার হয় (যুদ্ধের নয় গো—সেবার) তাহারা প্রায়ই বর। সভার অধিবেশনে গোটা কয়েক করিয়া কন্যা আনিয়া শঙ্খ ঘণ্টা আনিয়া সুস্বরে গান জুড়িয়া দেবার ব্যবস্থা কর। "পণপ্রথা উঠাও" এই নীরস প্রস্তাব পাশ করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না। কাগজে কাগজে আর বিজ্ঞাপন দিতে হইবে না যে, আমার পাত্র পাত্রী দরকার। সভার শেষে একটা প্রস্তাব করা হউক "এই সভার সেবকবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদানের পরিবর্ত্তে আমরা ব্যবস্থা করিয়াছি যে কুমারীরা নিজের রাঁধা দ্রব্যাদি দিয়া স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইবে, সেখানে বিবাহিতের প্রবেশ নিষেধ।" বাস্ আর দেখিতে হইবে না। পণপ্রথা আপনি উঠিয়া যাইবে।

শ্রীবেচারাম বিদ্যাবাগীশ।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২॥৶০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকার আদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৶০

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্র ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১।৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৶০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।

ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কি চান?

কাপড়, বাসন, চাঁদী, সোণা, গিনি সবই আছে।

আমরা বিলাতী, দেশী, মিলের ও তাঁতের যাবতীয় সুতী কাপড়, মির্জ্জাপুর, শিবগঞ্জ, বালুচর, ইসলামপুর প্রভৃতি স্থানের রেশমী ও মটকা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিয়াছি বোম্বাই ও পার্শী সাড়ী বিক্রয়ার্থ রাখি। যাবতীয় পশমী শীতবস্ত্র সর্ব্বদা পাইবেন।

খাগড়া, দাঁইহাট নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের সুন্দর সুন্দর বাসন মজুত রাখিয়াছি। বিবাহের দান ও শ্রাদ্ধাদির ষোড়শ জন্য সর্ব্বদা সকল রকম বাসন ও আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্য খুব বেশী দামী হইতে সুবিধাদরের সরবরাহ করিয়া থাকি। অপছন্দ হইলে ফেরত লইয়া পছন্দমত মাল দেওয়া হয়।

বিনীত—বুধসিং বোথরা

রঘুনাথগঞ্জ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ,
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

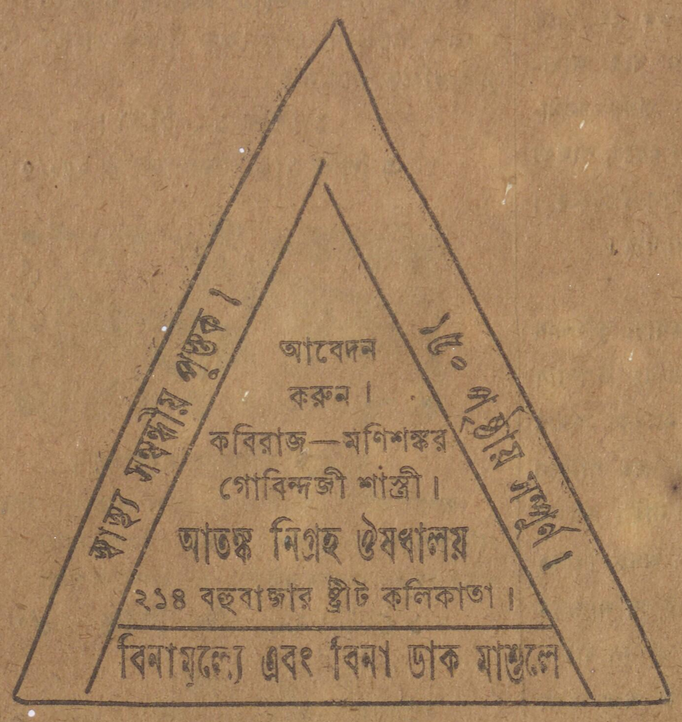

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক। ১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস
লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটী
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

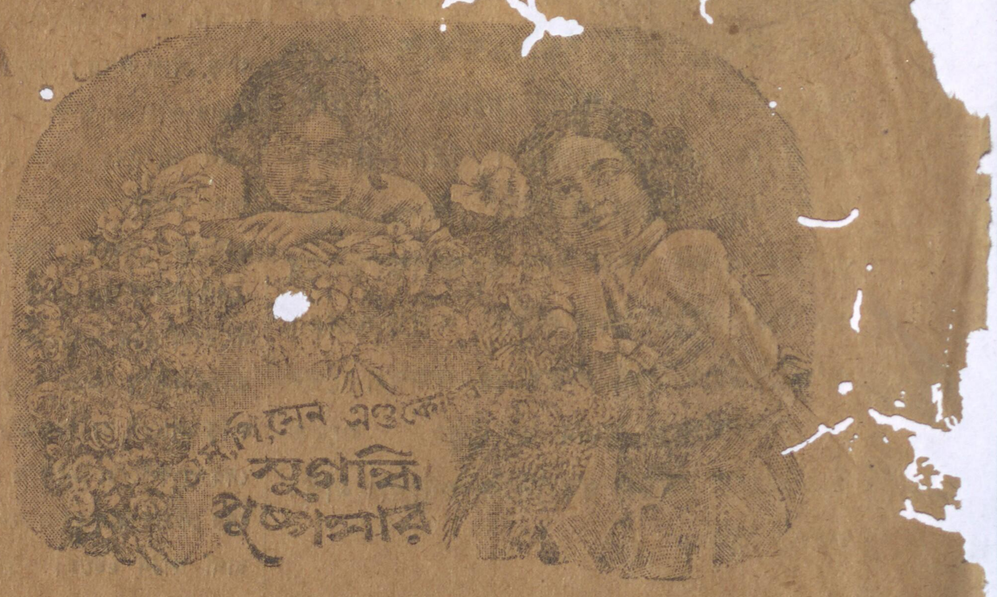

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন— সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵৹ তের আনা। ৵৹ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না, "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও অল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা তিক্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগকালে বিজাতীয় যাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর

স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌরভ বড় স্নিগ্ধ—বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেলা-যূথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে।

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যূথিকা।—আমাদের ঘরের যূথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্ জেসমিন।—মিলিত নামেই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸৹ বার আনা। ছোট ৷৹ আট আনা। মাশুলাদি ।/৹ পাঁচ আনা।

মিল্ক্ অব্ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।/৹ পাঁচ আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা